09-01-2024 প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি ''বাপদাদা'' মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করো, যতটা সম্ভব স্মরণ এবং অধ্যয়নের প্রতি অ্যাটেনশন (মনোযোগ) দাও"

*প্রশ্নঃ - তোমরা বাচ্চারা অনেক বড় ব্যবসায়ী, তোমাদের সবসময় কোন্ বিষয়ে মনোযোগী হয়ে চিন্তন করা উচিত?

*উত্তরঃ - সবসময় লোকসান এবং লাভের উপরে চিন্তন করো। যদি এর উপরে চিন্তন না করো তবে প্রজার মধ্যে দাস দাসী হতে হবে। বাবা ২১ জন্মের রাজত্বের জন্য যে উত্তরাধিকার প্রদান করেন সেটা হারাবে, সেইজন্যই বাবার সাথে সম্পূর্ণ সওদা করতে হবে। বাবা হলেন দাতা, তোমরা বাচ্চারা সুদামার দৃষ্টান্তের মতো এক মুঠো চাল দিয়ে বিশ্বের বাদশাহী নিয়ে থাকো।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা এখানে বসে আছে । এটা একটা স্কুল। কোনো সৎসঙ্গ নয়। মহন্ত, ব্রাহ্মণ বা কোনো সন্ন্যাসী সামনে বসে নেই। এখানে ভয়ের কিছু নেই যে স্বামী (প্রভু, গুরু) অসন্তুষ্ট হয়ে যাবেন। ভক্তি মার্গে যখন কোনো সাধু সন্ন্যাসীকে গৃহে নিয়ে আসে তারপর তার পা ধুয়ে সেই জল পান করে, এখানে ইনি তো হলেন বাবা তাইনা। ঘরে বাচ্চারা কখনও কি বাবাকে ভয় পায়। তোমরা তো একসাথেই খাওয়া-দাওয়া করো, খেলা করো। সন্ন্যাসী - গুরু প্রমুখ এদের সাথে কি এমনটা করো? ওখানে তো সারাদিন গুরু জী, গুরু জী করতেই থাকে। এখানে তো ও'সব করতে হয় না। ইনি তো বাবা। ওখানে গুরুর কাছ থেকে বর্সা, টিচারের কাছে বর্সা পাওয়া যায়। গুরুর কাছ থেকে গুরুর উত্তরাধিকার পাওয়া যায়, টিচারের কাছ থেকে টিচারের উত্তরাধিকার পাওয়া যায়। বাবার কাছ থেকে তো প্রপার্টি (সম্পদ) পাওয়া যায়। বাচ্চা জন্ম নেয় আর উত্তরাধিকারী হয়ে যায়। এখানেও বাবার বাচ্চা হই, বাবার পরিচয় পাই, আর আমরা স্বর্গের মালিক হয়ে যাই। বাবা হলেন স্বর্গের রচয়িতা। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ স্বর্গের রাজত্ব কিভাবে আর কোথা থেকে পেয়েছেন — এটা কেউ জানে না। তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমরা এই ছিলাম আবারও হচ্ছি। মানুষ তো কিছুই ভাবে না যে, এরা কে, আমরা কার পূজা করছি । শিবের মন্দিরে গিয়ে শুধু জল ঢেলে চলে আসে, জানা নেই কিছুই। তোমাদের এখন অনুভব হয় যে এই মৃত্যুলোকে শরীর ত্যাগ করে আমরা অমরলোকে চলে যাবো। কত বড় প্রাপ্তি। ভক্তি মার্গে কিছুই প্রাপ্তি হয় না। বাবা (ব্রহ্মা) স্বয়ং বলেন আমি ১২ জন গুরু করেছিলাম। এখন বুঝতে পেরেছেন যে এতে তো সময়ও নষ্ট হয়েছে আর নীচেও নামতে হয়েছে। কিন্তু এটাও ড্রামায় নির্ধারিত হয়ে আছে। আমাদের কারো সাথেই শত্রুতা নেই। আমাদের শুধুমাত্র এক বাবার প্রতি প্রীতি আছে। তোমরা যখন ভিতরে ক্লাস করতে আসো তখন এইসব চিত্র দেখে খুশী হওয়া উচিত যে আমরাও পড়াশোনা করে এই রকম হচ্ছি। তোমরা জানো যে এই রাজধানী কিভাবে স্থাপন হয়। বাবা বলেন বাচ্চারা মুষড়ে পড়বে না। বাবা কতো ভালোভাবে বোঝান তার পরেও আশ্চর্যজনক ভাবে শুনন্তি, কথন্তি, তারপর ভাগন্তি হয়ে যায়। মায়ার বশীভূত হয়ে পড়ে, ওদের বলা হয় ট্রেটার (বিশ্বাসঘাতক), যারা এক রাজধানী থেকে বেরিয়ে অন্যের হয়ে যায়। বাবা কতো সুন্দর রীতিতে পুরুষার্থ করান। ভক্তি মার্গে সবাই কত ছুটে বেড়িয়েছে। দান-পুণ্য, তীর্থ, ব্রত-উপবাস ইত্যাদি অনেক কিছু করেছে। আচ্ছা যদি সাক্ষাৎকার হয়েও থাকে তাতে কি হবে। চড়তি (উত্তরণ) কলা তো হয়নি বরং আরও নীচে নামতে হয়েছে। তোমাদের দিন দিন উত্তরণ হচ্ছে। বাকি সবারই অবতরণের কলা চলছে। লৌকিক গুরুরাও বলে জ্ঞান হলো ব্রহ্মার দিন, ভক্তি ব্রহ্মার রাত। জ্ঞান আর ভক্তির মধ্যে রাত দিনের পার্থক্য। জ্ঞানের মাধ্যমে সুখ প্রাপ্ত হয়, বাবা কত সহজ করে বুঝিয়ে বলেন তোমরাই বিশ্বের মালিক ছিলে তারপর তোমরাই নীচে নেমে এসেছো। এখন বাবা বলছেন শুধু নিজেকে আত্মা মনে করো। আত্মা অবিনাশী। আত্মা অবিনাশী বাবাকে বলে তুমি এসে আমাদের পবিত্র করো, এতে মুক্তি জীবনমুক্তি সব হয়ে যায়। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো ভক্তি মার্গে আমরা কিছুই জানতাম না। খুঁজে বেড়াতাম। গাইতাম হে ভগবান দয়া করো। ভগবান বললে এত টেস্ট (অনুভব) হয় না, উত্তরাধিকারও স্মরণে আসে না। তোমরা যখন বলো উচ্চ থেকে উচ্চতম হলেন শিববাবা, সঙ্গে-সঙ্গেই উত্তরাধিকারের কথা স্মরণে আসে। তোমরা এখন বুঝতে পেরেছো এখানে রাবণ রাজ্য। রাম রাজ্য সত্যযুগে। এখন তো কলিযুগ। সত্যযুগে খুব অল্প সংখ্যক মানব থাকে। সেখানে একটাই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ধর্ম ছিল। সুখ শান্তি ছিল। এখানে মানুষ শান্তির জন্য ঘুরে বেড়ায়। কত খরচ করে - কনফারেন্স ইত্যাদি করার জন্য । তোমরা ওদের লিখতে পারোও শান্তির সাগর, পবিত্রতার সাগর, সম্পত্তিরও সাগর হলেন তিনি । সবকিছুই ওঁনার কাছ থেকে পাওয়া যায়।

এখন তোমরা জানো সত্যযুগে আমরা কতো ধনবান ছিলাম। বিশ্বে শান্তি তো তখনই ছিল। বাকি আত্মাদের শান্তি হয় পরমধাম গৃহে। বিশ্বে তখন আমরা একলাই ছিলাম সুতরাং সুখ-শান্তি সব ছিল। সুতরাং বাচ্চাদের কত খুশি হওয়া উচিত। স্বর্গের বিষয়ে শাস্ত্রে কিই না কি লেখা হয়েছে। বাবা এখন বলছেন আমি তোমাদের এত বুঝিয়ে বলি যে কোনো প্রশ্ন ইত্যাদি করার দরকারই পড়ে না। প্রথমে তোমরা মামেকম্ স্মরণ করো। তোমরা আহ্বান করে বলেছো পতিতদের পবিত্র করে তোলার জন্য অর্থাৎ পুরানো দুনিয়াকে এসে নতুন করে তৈরী করো। কিন্তু অর্থ কিছুই বোঝে না। সুতোয় জট পড়ে গেছে। এখন এর সমাধান করতে হবে। ভক্তি মার্গে কত চিত্র তৈরি করা হয়েছে, কৃষ্ণকে চক্র দেওয়া হয়েছে, যা দিয়ে অকাসুর বকাসুরকে বধ করেছিল। তারপর তাঁর সম্বন্ধে বলা হয় অমুক-অমুককে অপহরণ করেছিল। তাঁকে ডবল হিংসক বানিয়ে দিয়েছে। কি অদ্ভুত তাইনা! যিনি শাস্ত্র লিখেছিলেন তার বুদ্ধিমত্তা বিস্ময়কর। এরপর তাকে বলা হয়েছে ব্যাস ভগবান। বাবা এখন বলছেন আমাকে স্মরণ করোও আর দৈবী গুণ ধারণ করোও। আর কোনো কথা নেই। তোমাদের যোগে বসানো হয় কেননা অনেকেই আছে যারা বাবাকে স্মরণ করে না। নিজেদের কাজের মধ্যেই থাকে। তাদের সময়-ই হয়না। কিন্তু এখানে কাজকর্ম ইত্যাদি করতে করতেও বুদ্ধিতে স্মরণ করতে হবে। তোমরা প্রিয়তমা (আশিক) আমি (প্রিয়তম) মাশুকের। এখন আমি তোমাদের বলছি সমস্ত সঙ্গ ত্যাগ করে এক আমার সঙ্গে জোড়ো। খাওয়া দাওয়া, সবকিছুতেই এই অভ্যাস তৈরি করো যে আমি আত্মা আর সেইসঙ্গে বাবাকে স্মরণ করো। বাবা তোমাদের কত উচ্চ (শ্রেষ্ঠ)করে তোলেন, তোমরা কানা-কড়ি কথাও মানো না, আমাকে স্মরণ করো না। নিজের সন্তানাদিদের স্মরণ করতে পারো আর আমাকে স্মরণ করতে পারো না। বাস্তবে নেষ্ঠা (কাউকে ধ্যান করানো) শব্দটা বলা ভুল। বাবা ডাইরেক্ট এসে বলেন মামেকম্ স্মরণ করো। কল্প পূর্বেও সামনে বসে বাবা বুঝিয়েছিলেন। এখনও বোঝাচ্ছেন মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চারা কল্পের শেষে পাওয়া প্রিয় বাচ্চারা... এখন তোমাদের ৮৪ জন্ম সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন ফিরে যাওয়ার জন্য তোমাদের পবিত্র অবশ্যই হতে হবে। বিকারে যাওয়ার কারণেই তোমরা পতিত হয়ে গেছো। পবিত্র না হলে পদও কম পাবে। নিজেকে আত্মা মনে করে বাবাকে স্মরণ করো আর ৮৪ জন্মের চক্রকেও স্মরণ করো, এটাই হলো স্বদর্শন চক্র। এর অর্থও কেউ জানে না। মুখে জ্ঞানের শঙ্খ বাজাতে হবে। এটা হলো জ্ঞানের বিষয়। ইনি তোমাদের অসীম জগতের পিতা, স্বর্গের রচয়িতা, বাবাকে স্মরণ করলে তোমাদের উত্তরণের কলা হবে। কত সহজ বিষয়।

তোমরা বাচ্চারা এখন বুঝতে পেরেছো যে এই ড্রামা তৈরী হয়েই আছে। প্রতি ৫ হাজার বছর পরে বাবা আসেন। এখন খুব ভালোভাবে পুরুষার্থ করো। তোমরা ধনের পিছনে কেন মরো! আচ্ছা মাসে লক্ষ টাকা রোজগার করবে কিন্তু এ'সবই বিনাশ হয়ে যাবে। এমনকি খাওয়ার জন্য বাচ্চারাও কেউ থাকবে না। আকাঙ্খা থাকে যে পুত্র, পৌত্র, তাদেরও পৌত্ররা (ছেলে, নাতি) খাবে। এমন নয় যে পুনর্জন্ম সব ঐ বংশেই নেবে। পুনর্জন্ম জানা নেই কোথায়-কোথায় নিয়ে থাকে। তোমরা তো ২১ জন্মের উত্তরাধিকার পেয়ে থাকো। যদি পুরুষার্থ কম করো তাহলে প্রজার মধ্যেও দাস দাসী হতে হবে। সুতরাং কত লোকসান হবে। অতএব লাভ-লোকসানেরও কথা ভাবো। ব্যবসায়ীরা অনেক পাপও করে আবার কিছু কিছু ধার্মিক মানুষও আসে। এটা হলো অবিনাশী জ্ঞান রত্নের ব্যবসা, যা খুব কম লোকই করে। এই চুক্তি ডাইরেক্ট বাবার সাথে করতে হবে। বাবা জ্ঞান রত্ন দিয়ে থাকেন। তিনি হলেন দাতা। বাচ্চারা এক মুঠো চাল দেয় পরিবর্তে বাবা বিশ্বের বাদশাহী দিয়ে থাকেন। ওঁনার দেওয়া উপহারের কাছে এটা তো এক মুঠো চাল-ই দেওয়া হলো তাইনা। তোমরা সবাই সুদামা। তোমরা কি দাও আর কি নাও? বিশ্বের বাদশাহী নিয়ে বিশ্বের মালিক হও। বুদ্ধি বলে যে একটাই ভারত খন্ড হবে। প্রকৃতিও নতুন হবে। আত্মাও সতোপ্রধান হবে। সত্যযুগে তোমরা দেবতা ছিলে তো পিওর সোনা ছিলে। তারপর ত্রেতায় আত্মার মধ্যে অল্প রুপোর খাদ পড়ে যায়, যাকে সিলভার এজ বলা হয়। সিঁড়ি নীচে নামতে থাকে। এই সময় তোমাদের অনেক উচ্চ স্থান। বিরাট রুপের চিত্রও আছে। কেবল অর্থ কিছুই জানা নেই। অসংখ্য চিত্র রয়েছে। কেউ খ্রাইস্টের চিত্র রাখে কেউ আবার সাঁইবাবার চিত্র রাখে। মুসলমানদেরও গুরু বানায়। ওখানে গিয়ে মদের বোতল নিয়ে আসর জমায়। বাবা বলেন কি ঘোর অন্ধকার। এ'সবই হলো ভক্তি মার্গের অন্ধকার। সঙ্গও অনেক সাবধানে করতে হবে। বলাও হয় সৎসঙ্গ পার করে দেয় আর অসৎ সঙ্গ ডুবিয়ে দেয়, কুসঙ্গ হলো ৫ বিকারের মায়া। এখন তোমরা সত্য বাবার সঙ্গ পেয়েছো, যাঁর মাধ্যমে তোমরা পার হয়ে যাও। বাবা-ই সত্য বলেন। কল্পে-কল্পে তোমরা সত্যর সঙ্গ পাও তারপর অর্ধেক কল্প পরে তোমরা রাবণের কুসঙ্গ পেয়ে থাকো। এটাও বুঝেছো কল্প পূর্বের মতোই রাজধানী অবশ্যই স্থাপন হবে। তোমরা বিশ্বের মালিক নিশ্চয়ই হবে। এখানে পার্টিশন (বিভাজন) হওয়ার কারণে কত ঝগড়া হয়। ওখানে তো একটাই ধর্ম। বিশ্বে শান্তি ছিল যখন অদ্বৈত দেবতাদের রাজ্য ছিল। একটাই ধর্ম ছিল। ওখানে অশান্তি কোথা থেকে আসবে। ওটা হলো ঈশ্বরীয় রাজ্য। স্পিরিচুয়াল নলেজের দ্বারা পরমাত্মা কিংডম (রাজধানী) স্থাপন করেছিলেন তবে তো নিশ্চয়ই সেখানে সুখ হবে। বাচ্চাদের প্রতি বাবার ভালোবাসা থাকে তাইনা। বাবা বলেন আমি জানি তোমাদের কত ধাক্কা খেতে হয়। মনে করে ভগবান কোনো না কোনো রুপে আসবেন। কখনও তাঁকে ষাঁড়ের উপর সওয়ার রুপে দেখানো হয়েছে।

ষাঁড়ের উপর কখনও কি কেউ সওয়ার হতে পারে? কতখানি অজ্ঞানতার অন্ধকার। তোমরা বাচ্চারা এখন সবাইকে বোঝাও বাবা সবাইকে উত্তরাধিকার দিতে এসেছেন, ব্রহ্মার দ্বারা নতুন দুনিয়ার স্থাপনা হচ্ছে। বাবা সবসময়ই বট বৃক্ষের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। ঠিক তেমনি এর যে ফাউন্ডেশন আছে সেটাই পুনরায় স্থাপনা করছেন সেখানে অন্য কোনো ধর্ম থাকবে না। ভারত হলো অবিনাশী খন্ড আর অবিনাশী তীর্থ। ভারত বাবার বার্থ প্লেস তাইনা। বাবা মিষ্টি-মিষ্টি বাচ্চাদের কত ভালোবাসা দিয়ে বোঝান। তিনি টিচার রূপে শিক্ষা প্রদান করেন। তোমরা বাচ্চারা পড়াশোনা করে আমার থেকেও উঁচুতে উঠে যাও। আমি তো রাজত্ব গ্রহণ করিনা। তোমরা কখনও কি স্বর্গে আহ্বান করে বলেছো যে এসো - আমি তোমাকে স্বর্গে পাঠিয়ে দেবো। কত মজার এই খেলা। বাবা বলেন আচ্ছা, বাচ্চারা বেঁচে থাকো। আমি বাণপ্রস্থ অবস্থায় থাকি।

বাবা বলেন এখন তো বিপদ মাথার উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেইজন্যই পুরুষোত্তম হওয়ার জন্য এই পুরুষোত্তম সঙ্গম যুগে সম্পূর্ণ রূপে পুরুষার্থ করতে হবে। বাবাকে স্মরণ করার পুরুষার্থ করতে থাকলে বিকর্ম বিনাশ হবে আর যে যত পড়াশোনা করবে সে উচ্চ কুলে যাবে। বাবা বলেন নিজেই নিজের বুদ্ধিতে পেষাই করো ততই নেশা চড়তে থাকবে। বাচ্চারা সবসময় বাবার কাছ থেকে উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। লৌকিকে তো পুত্র পেয়ে থাকে। কন্যা দান করা হয় (বিবাহের মাধ্যমে)। এখানে সমস্ত আত্মারাই অসীমিত উত্তরাধিকার পেয়ে থাকে। সুতরাং এর প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হওয়া উচিত। ভগবান পড়াচ্ছেন সুতরাং একটা দিনও মিস করা উচিত নয়। বাবাকে বলে আমার সময় নেই। আরে আত্মার সময় নেই আমার কাছে পড়াশোনা করার জন্য, এটা বলতে লজ্জাও করে না। আচ্ছা!

মিষ্টি-মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) সঙ্গ থেকে নিজেকে সামলে রাখতে হবে। এক সত্য বাবার সঙ্গ করতে হবে। মায়ার ৫ বিকারের সঙ্গ থেকে অনেক দূরে থাকতে হবে।

২) পড়াশোনার প্রতি সম্পূর্ণ মনোযোগী হওয়া উচিত। নিজের খুশিতে থাকো। বলাও হয় নিজেই নিজের বুদ্ধিতে যত পেষাই করবে ততই নেশা চড়তে থাকবে। একটা দিনও পড়াশোনা মিস করবে না।

বরদানঃ- সেবায় স্নেহ আর সত্যতার অধিকারীর ব্যালেন্সের দ্বারা সফলতা মূর্ত ভব

যেমন এই মিথ্যা খন্ডে ব্রহ্মা বাবার সত্যতার অধিকারীর প্রত্যক্ষ স্বরূপ তোমরা দেখেছো। ওঁনার অথরিটির সাথে বলা কথা কখনও অহঙ্কারের অনুভব করাবে না। অথরিটির বোল এ স্নেহ সমাহিত হয়ে আছে । অথরিটির বোল কেবল প্রিয়ই নয় প্রভাবশালীও। সুতরাং ফলো ফাদার – স্নেহ আর অথরিটি, নির্মাণ আর মহানতা দুটোই যেন একত্রে দেখা যায়। বর্তমান সময়ের সেবায় এই ব্যালেন্সকে আন্ডারলাইন করে নিলে সফলতা মূর্ত হয়ে যাবে।

স্লোগানঃ- 'আমার' - কে 'তোমার' - এ পরিবর্তন করা অর্থাৎ ভাগ্যের অধিকার নেওয়া।

অব্যক্ত সাইলেন্স দ্বারা ডবল লাইট ফরিস্তা স্থিতির অনুভব করুন -

আগে নিজের দেহের প্রতি আসক্তি দুর করো তাহলে সম্বন্ধ আর পদার্থের প্রতি আসক্তি নিজে থেকেই শেষ হয়ে যাবে। ফরিস্তা হওয়ার জন্য প্রথমে এটাই অভ্যাস করো যে এই দেহ সেবার জন্য, বাবার দেওয়া আমানত, আর আমি হলাম ট্রাস্টি। তারপর দেখো ফরিস্তা হওয়া কত সহজ মনে হবে।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;